দৈনিক সংবাদ

NOV. 28 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

চার শতাধিক ছাত্রলীগ নেতা ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী থেকে ঃ ছাত্রলীগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও দশটি আবাসিক হল কমিটির সাড়ে চার শতাধিক নেতা ক্যাম্পাসে যেতে পারছে না। নির্বাচনের পর থেকে এরা না পারছে ক্লাস করতে না পারছে পরীক্ষায় অংশ নিতে। সংগঠনের সমর্থকরা রয়েছে দারুণ চাপের মুখে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, ছাত্র শিবির ক্যাডারদের হামলা, ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শনের কারণে এই অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানানোর পরও এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী আজ বুধবার বিকেলে উপাচার্য ভবন লাউঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন বলে জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক শাহ্ মু. হাবিবুর রহমানের সই করা এক চিঠিতে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের অভিযোগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কমিটিতে সদস্য সংখ্যা ৪১। এছাড়া ১৪ টি আবাসিক হলের প্রত্যেকটিতে ৪১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি রয়েছে। ১৪ টি আবাসিক হলের মধ্যে ৪ টি ছাত্রী হল। এই চারটি হল ছাড়া বাকি ১০ টি ছাত্র হল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি সব মিলিয়ে নেতার সংখ্যা হলো ৪৫১। যাদের প্রায় সকলেই ক্যাম্পাসছাড়া। এদের কেউই ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। ক্যাম্পাসে গেলেই শিবির ক্যাডারদের হামলার শিকার হতে হচ্ছে। শিবির ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক বহিরাগত ক্যাডারের সমাবেশ ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগ। তবে কৌশলে অনেক নেতা ৫৪ ধারায় পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে জেলে থেকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছে। এমন নেতাদের মধ্যে রয়েছে জুয়েল, মুন, জেমস প্রমুখ।

সূত্র জানায়, শিবির ক্যাডাররা ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির নেতা কাজল রায়ের ওপর সম্প্রতি হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা তাকে লোহার রড, হাতুড়ি, জিআই পাইপ দিয়ে নির্মমভাবে পেটায়। সেদিন কাজল তার শিক্ষা জীবনের শেষ পরীক্ষা দিতে ক্যাম্পাসে রিকশা নিয়ে প্রবেশ করা মাত্রই শিবির সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে। ফলে কাজলের এমবিএ শেষ পরীক্ষাটি আর দেয়া হয়নি। এছাড়া শিবির ক্যাডাররা ছাত্রলীগ নেতা গোলাম কাউসার, সবুজ, জেমস, হান্নান, হাসান,. সুমন, মোতাহার, খোকন, পান্না, বাবু, আয়েন, পল্লব, বিপু, জেমস, বিপ্লব, মিলন, ইমরান, মুন, আনোয়ার, আরিফ, মনিমুল, আতিকুর রহমান, মিজান ও ফারুককে বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পাসে গেলে তাড়া করে। ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শহিদউদ্দিন বিপু ও সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক পিন্টু ক্যাম্পাসে যেতে পারছেন না। এদের দু'জনেরই বাড়ি রাজশাহী মহানগরীতে।

গত ১ লা অক্টোবরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে চার দলীয় জোট ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ছাত্রলীগ নেতাদের ওপর হামলা-হুমকি ও নির্যাতন শুরু হয়। এরপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও হল কমিটির নেতারা ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। বর্তমানে নেতারা ক্যাম্পাসে গেলেই তাদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে। শিবির সন্ত্রাসীরা তাদের হামলার স্টাইলও পরিবর্তন করেছে। গত সোমবার রাত সাতটার দিকে নগরীর সোনাদিঘির মোড়ে লাইব্রেরিতে বই কিনতে যায় বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির ছাত্রলীগ নেতা আবুল কালাম। সেখানে শিবির ক্যাডাররা সাইকেল চোর বলে তাকে ধাওয়া করে হামলা চালায়। এ সময় দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেও কালামের ওপর ছুড়ে মারা হাতুড়ি তার মাথায় লাগে। সন্ত্রাসীরা তার শার্ট ও গেঞ্জি ছেড়ে টুকরো করে দেয়।

এদিকে, এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ছাত্রলীগ নেতারা আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়েছে শীর্ষ নেতাদের রহস্যময় নীরবতায়। গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক পিন্টুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপন্ন নেতারা কাছে পাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন, ছাত্ররা ক্যাম্পাসে থাকতে পারছে না এ ধরনের কোন অভিযোগ তারা পাননি। তাহলে আজ বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কিসের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।